শেখ হাসিনার দর্শন
সব মানুষের উন্নয়ন

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

"পরমাণু ভবন"
ই-১২/র, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েব সাইট: www.baec.org.bd; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৮৪২

নং-৩৯.০১.০০০০.২২০.২৯.০০৯.১০-

তারিখ : ০৪/০৪/২০২১ খ্রি:

বিষয়ঃ দেশব্যাপী করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার কর্তৃক ঘোষিত শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলী/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১; তারিখ : ০৪/০৪/২০২১।

দেশব্যাপী করোনাভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) মোকাবেলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪/০৪/২০২১ খ্রি: তারিখের নং- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১ সংখ্যক স্মারক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিনমাসসহ সকল ইনমাস, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, আরটিএমএল, মোংলা এবং সাভারস্থ এইআরই এর RIPD, IRPT, Gamma Source, টিস্যু ব্যাংকিং সংক্রান্ত সেবা ও এনএমপিআই-এর পরিচালিত সেবা কার্যক্রম যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনা করবেন। এছাড়া কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ে জরুরী কাজ সম্পাদন করবে।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

৪/৪/২০২১

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
পরিচালক
প্রশাসন বিভাগ

বিতরণঃ
কার্যার্থেঃ

১। সকল বিভাগীয় পরিচালক/ভারপ্রাপ্ত পরিচালক/প্রধান----------বাপশক প্রধান কার্যালয়।
২। মহা-পরিচালক/পরিচালক/ভারপ্রাপ্ত পরিচালক/প্রধানগণ----------সকল কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট।
৩। কমিশনের ওয়েবসাইট।
৪। সকল নোটিশ বোর্ড।

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। চেয়ারম্যান, বাপশক, ঢাকা।
২। সদস্য (ভৌত বিজ্ঞান), বাপশক, ঢাকা।
৩। সদস্য (পরিকল্পনা), বাপশক, ঢাকা।
৪। সদস্য (জীব বিজ্ঞান), বাপশক, ঢাকা।
৫। সচিব, বাপশক, ঢাকা।
৬। অর্থ-উপদেষ্টা, বাপশক, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৭ / ০৪ এপ্রিল ২০২১

বিষয়: **করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ**

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গত ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখের ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১.১২৪ নম্বর স্মারকে ১৮ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে আগামী ০৫ এপ্রিল ২০২১ ভোর ৬.০০টা থেকে ১১ এপ্রিল ২০২১ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত মেয়াদে প্রতিপালনের জন্য নিম্নোল্লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

২। (ক) সকল প্রকার গণপরিবহন (সড়ক, নৌ, রেল ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট) বন্ধ থাকবে। তবে, পণ্য পরিবহন, উৎপাদন ব্যবস্থা, জরুরি সেবাদানের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া, বিদেশগামী/বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না;

(খ) আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন-ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস/জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকবে;

(গ) সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও আদালত এবং বেসরকারি অফিস কেবল জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় জনবলকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনায় অফিসে আনা-নেওয়া করতে পারবে। শিল্প-কারখানা ও নির্মাণ কার্যাদি চালু থাকবে। শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া করতে হবে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক শিল্প-কারখানা এলাকায় নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে তাদের শ্রমিকদের জন্য ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঘ) সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে ভোর ৬:০০টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত (ঔষধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না;

(ঙ) খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কেবল খাদ্য বিক্রয়/সরবরাহ (Takeaway/Online) করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে খাবার গ্রহণ করা যাবে না;

(চ) শপিংমলসহ অন্যান্য দোকানসমূহ বন্ধ থাকবে। তবে দোকানসমূহ পাইকারি ও খুচরা পণ্য Online-এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বাবস্থায় কর্মচারীদের মধ্যে আবশ্যিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং কোনো ক্রেতা স্বশরীরে যেতে পারবে না;

(ছ) কাঁচাবাজার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকাল ৮.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। বাজার কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবে;

(জ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

(ঝ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঞ) সারাদেশে জেলা ও মাঠ প্রশাসন উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়মিত টহল জোরদার করবে; এবং

(ট) এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।